ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার বাড়তি কিছু সুবিধা

শশাংক দত্ত

সংকট যখন আস্ত কর্মসংস্থানের শরীরজুড়ে গ্রাস করেছে তখন হতাশা, ব্যর্থতা সবকটি আঙিনাতেই প্রভাব ফেলে। আজ নয়, বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্রছাত্রী অভিভাবক প্রত্যেকের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার বিষয়ে অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

রাজ্যের বেশকিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বহু আসন খালি পড়ে থাকছে। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। আবার অন্যদিকে সাধারণ কলেজগুলিতে বি এ/ বি এস সি পড়ার জন্য বিস্তর ভিড়।

এমন সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। নইলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা আগামীদিনে মুখ থুবড়ে পড়বে। একইসঙ্গে আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথ দেখাতে ব্যর্থ হবো আমরা।

প্রথম কথাই হলো বিজ্ঞান বিভাগে যেকোনও বিষয়ে অনার্সের তুলনায় বি টেক-এ প্রথম বছরের চাপ অনেকটাই কম। অঙ্ক, পদার্থবিদ্যার মৌলিক বিষয়গুলির খুব সামান্যই যেটুকু জরুরি তাই তুলে ধরা হয়েছে বি টেক-এ। সেক্ষেত্রে জয়েন্টে মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোতেই একইসঙ্গে চেষ্টা চালানো উচিত। যেহেতু কারিগরি শিক্ষা বা হাতে কলমে প্রশিক্ষণের বিষয় তাই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পরের বছরগুলোতেও বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সের পড়াশোনার তুলনায় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নম্বর বাড়ানোর সুযোগও থাকে। মেডিক্যালের জন্য যারা তৈরি হচ্ছে, তাদেরও সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়ে থাকতে হবে। কোনও কারণে প্রথমবারে উত্তীর্ণ হতে না পারলে আবারও চেষ্টা করতে পারবে।

ছাত্রছাত্রী,অভিভাবক প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা স্কুল কলেজের পঠন পাঠন শেষে একটা চাকরি, উপার্জনের ব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো সামান্য একটা গ্রুপ-ডি চাকরির জন্য হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীর ভিড়। প্রশ্ন হলো, বি এ, বি এস সি, এম এ, এম এস সি পড়েই কি চাকরি হয়? তাহলে কি সেই পড়াও বন্ধ করে দিতে হবে। স্রেফ গতানুগতিকতায় ভর করে পড়াশোনাকে আটকে রাখলে শিক্ষাঙ্গে কার্যকর প্রয়োগও অনর্থ হয়ে পড়ে।

একদিকে স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষকতার চাকরির জন্য লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর লম্বা লাইন। মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক পদের পরিস্থিতিও ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। দীর্ঘদিন নিয়োগ বিভিন্ন কারণে বন্ধ। বি এড কলেজগুলিতে ৮০-৯০ শতাংশ আসন ফাঁকা পড়ে থাকছে। আবার সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ হচ্ছে না বললেই চলে। সামান্য কিছু পদে নিয়োগ হলে, হয় অবসরপ্রাপ্তদের নতুবা চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের কোনও দিশা যদি আমরা না দেখাতে পারি তাহলে

সমাজের সর্বস্তরে দেখা দেবে গভীর সংকট, অরাজকতা। তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি শিক্ষায়। চার বছর পাঠক্রমের শেষে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হওয়ার কথা একজন ছাত্রছাত্রীর। সেইসময়ে তার সামনে অনেক পথই খোলা থাকে। ব্যাঙ্ক, বিমা, সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ। পি এস সি, ডব্লিউ বি সি এস, আই পি এস, আই এ এস বিভিন্ন চাকরিতে যাওয়ার সুযোগ। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। বিশেষত কোনও পাকা চাকরির সুযোগ না জুটলেও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাঠক্রমের শেষে একক বা সম্মিলিতভাবে উপার্জনের নানাক্ষেত্র তৈরি করা যায়। সেই ঝুঁকি নেওয়ার সাহসও তৈরি হয়ে যায় এই প্রশিক্ষণে।

অন্যদিকে সাধারণ পাঠক্রমে একজন ছাত্রছাত্রীকে চাকরি পাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে গেলে কমপক্ষে ৫ বছর বি এ, বি এস সি, + এম এ, এম এস সি এবং শিক্ষকতা লাইনে যেতে হলে আরও দুবছর মোট ৭/৮ বছর সময় লেগে যায়। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেশি দেখা দেয়। সাধারণত ১৯/২০ বছরে প্রথমবর্ষে ভর্তির পর উচ্চশিক্ষার জন্য ৭/৮ বছর পড়াশোনার মধ্যেই অনেক মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন তাদের বাবা-মা। তার ফলে সংসার জীবনের চাপে মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয় পড়াশোনা।

যারা শিক্ষকতা বা উচ্চ গবেষণায় যাওয়ার লক্ষ্যে পড়াশোনা করছে তাদের অবশ্যই বি এ, বি এস সি, এম এস সি, বি এড, এম এড, পি এইচ ডি-র জন্য জেনারেল লাইনে পড়তেই হবে। কিন্তু যারা যেকোনও চাকরি বা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পড়াশোনা করছে তাদের সঠিক পথ নির্বাচন করতে হবে।

এক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৪ বছরের বি টেক পাঠক্রমের পরই তার সামনে কর্মসংস্থানের অনেক পথ খুলে যায়। পড়াশোনার খরচের প্রশ্নেও খুব বেশি ব্যয়ভার বহন করতে হয় না। ৫-৭ বছর ধরে সাধারণ লাইনে পড়াশোনার যা খরচ তার থেকে অনেক কম খরচে এখন বি টেক বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যায়।

বাঁকুড়া উন্নয়নী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রছাত্রীদের বি টেক-এ ভর্তি হলে কোনও বই কিনতে হয় না, কোনও টিউশন পড়তে হয় না, অনেক কম খরচে হস্টেলে থাকা যায়। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ। বিশেষ করে ছাত্রীরা যাতে আরও বেশি করে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠে আসে তার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও সরকারি বিভিন্ন আর্থিক সাহায্যে গড়ে উঠেছে বিশ্বমানের ল্যাব, আধুনিক স্মার্ট ক্লাস রুম, বিশাল লাইব্রেরি।

বিগত দুবছরে কর্মসংস্থানের হারও ভীষণ ভালো। ২০১৭ সালে ৮৬% ছাত্রছাত্রীর কর্মসংস্থান হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। সমগ্র ছাত্রছাত্রী সমাজ ও অভিভাবকদের গভীরভাবে চিন্তা করে ঠিক করতে হবে আগামীদিনের পথ চলার সঠিক পথ।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে কিছু হবে না, এমন ধারণা সঠিক নয়। বেশকিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হওয়ার পর সাথে সাথে সরকারি পরীক্ষার মাধ্যমে বর্তমানে অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। আবার পাশাপাশি ফিজিক্সে এম এস সি করে এখনও কর্মহীন এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে বহু। ব্যাঙ্ক, বিমা, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেখানে স্নাতক যোগ্যতায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের পরীক্ষায় একই সাথে বি টেক এবং বি এ, বি এস সি ছাত্রছাত্রী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পরে দেখা যায় মৌখিক পরীক্ষায় ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি টেক ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি সফল হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বিমা সরকারি প্রতিষ্ঠানে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রছাত্রীদের প্রাধান্য বেশি। স্মার্টনেসও তাঁদের মধ্যে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

গভীর হতাশা থেকে আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথ দেখাতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সবাইকে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কিছু হবে না, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর সঠিক পথ নির্বাচনে ভুলের জন্য সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। আগামী প্রজন্মের পথ চলার সঠিক দিশা দেখাতে দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষার সাথে যুক্ত সমস্ত শিক্ষানুরাগী, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সমাজকে।

লেখক: বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চেয়ারম্যান। মোবাইল: ৯৪৭৪৯৬৯৬০৫